দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

003

# শিক্ষাঙ্গন

## আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

আলো যেমন অন্ধকারকে বিদূরীত করে ঠিক তেমনি শিক্ষা ও জাতিকে তার সব পংকিলতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে সুশৃংখল একটি জাতিতে পরিণত করে। আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন পত্রিকায় শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা দেখতে পাই। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার এসব সমস্যার সমাধানের জন্য তেমন কোন পদক্ষেপ আজও নেয়া হয়নি। বর্তমানে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থা যেভাবে চলছে তা নিয়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা করার দরকার আছে। আসলে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা শুধু বক্তৃতাই দেন, কিন্তু তা কার্যকর করবার জন্য কোন চিন্তা-ভাবনা এবং বাস্তব পদক্ষেপের কথা বলেন না। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরের কোর্স সমাপন করতে প্রায় আট বছর সময় লাগে। এ ছাড়া দলাদলি, মারামারি, অস্ত্রের ঝনঝনানী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এক নৈরাজ্যপুরীতে পরিণত করেছে। শিক্ষকরাও যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। ছাত্ররা তো আজ হতাশার শেষ সীমান্তে এসে পৌঁছেছে।

এ সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারেঃ

(ক) বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুধু মাস্টার্স কোর্স চালু থাকা উচিত। কোন অবস্থাতেই এখানে অনার্স-কোর্স চালু থাকবে না।

(খ) সমস্ত কলেজগুলোতে অনার্স বাদ দিয়ে পাস ডিগ্রী চালু করা দরকার। এতে পাস ডিগ্রীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

(গ) দেশে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঘ) বুয়েট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে বর্তমানে যত ছাত্র-ছাত্রী আছে তার দ্বিগুণ ছাত্র-ছাত্রীকে পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

(ঙ) মেডিকেল কলেজগুলোতেও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাস্টার্স কোর্স সমাপনের পর যাদের পড়ালেখায় ইচ্ছা আছে এবং যারা মাস্টার্সে ভাল ফলাফল করবে তাদের জন্য আরো তিন বছরের পোস্টগ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা যেতে পারে।

অনেকেই বলে থাকেন আমেরিকাতে অনার্স কোর্স চালু আছে, আমাদের এখানে থাকবে না কেন। এর উত্তরে বলা যায়, উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশে কার্যকরী কি-না তাতো ভেবে দেখা দরকার। উপরোক্ত সুপারিশগুলো কার্যকরী করা একান্ত দরকার। উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ভাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শৃংখলা। তাই তাদের শিক্ষাব্যবস্থা অনুন্নত দেশে কর্যকর নয়।

—মোস্তফা জসিম রায়হানী